بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

প্রযুক্তির ফাঁদ ও তার অপকারিতা সমূহ।

Course - Research & Masayel

Course code - RAM302

Submitted By	**Submitted To**
Arafat Jamil, **ID:** 20101075 **Batch:** 201 **Semester:** 6th Islamic Online Madrasa.	Ustaz Abdul Wahid Lecturer, Islamic Online Madrasa.

Date: November, 2022

সমস্ত প্রসংশা জগৎসমুহের রব আল্লাহর জন্য, যিনি দ্বীনের ব্যাপারে গবেষণা করার তৌফিক দিয়েছেন, দুরূদ ও সালাম তাঁর মহাব্বতের রসুল এর প্রতি, যিনি তাঁর উম্মাহকে অন্ধকার থেকে আলোতে আনার দায়িত্ব পূর্ণ রূপে পালন করেছেন। এবং তাঁর পরিবারবর্গ, তাঁর সাহাবাগণ এবং সেই সমস্ত মানুষের কবর আল্লাহ জান্নাতের বাগানে পরিণত করে দিন, যাদের মেহনতে আমাদের পর্যন্ত আল্লাহ এবং তাঁর রসুলের মূল্যবন বাণী পৌছেছে।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ قُدَامَةَ الْجُمَحِيُّ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ أَبِي الْفُرَاتِ، عَنِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ " سَيَأْتِي عَلَى النَّاسِ سَنَوَاتٌ خَدَّاعَاتٌ يُصَدَّقُ فِيهَا الْكَاذِبُ وَيُكَذَّبُ فِيهَا الصَّادِقُ وَيُؤْتَمَنُ فِيهَا الْخَائِنُ وَيُخَوَّنُ فِيهَا الأَمِينُ وَيَنْطِقُ فِيهَا الرُّوَيْبِضَةُ قِيلَ وَمَا الرُّوَيْبِضَةُ قَالَ الرَّجُلُ التَّافِهُ فِي أَمْرِ الْعَامَّةِ ".

আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ:

তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ অচিরেই লোকেদের উপর প্রতারণা ও ধোঁকাবাজির যুগ আসবে। তখন মিথ্যাবাদীকে সত্যবাদী গন্য করা হবে, আমানতের খিয়ানতকারীকে আমানতদার আমানতদারকে খিয়ানতকারী গন্য করা হবে এবং রুওয়াইবিয়া হবে বক্তা। জিজ্ঞাসা করা হলো, রুওয়াইবিয়া কী? তিনি বলেনঃ নীচ প্রকৃতির লোক সে জনগণের হর্তাকর্তা হবে। [১]

রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর অসংখ্য অব্যর্থ বানীর মতই, সুনানে ইবনে মাজাহ গ্রন্থে সংকলিত এই হাদিসের যে বাস্তবতা, তার সাক্ষী হিসেবে আর নতুন কাউকে হাজির করার প্রয়োজন হয়তো নেই। অথচ বিষয়টা এতই ভয়াবহ, যে রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এই কথা পর্যন্ত বলেছেন যে - “যে ধোঁকা দেয় সে আমার উম্মত নয়”। [২]

বর্তমানে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে এরকম বিভিন্ন ধরণের ফাঁদ, প্রতারণা, ধোকাবাজির আর সেগুলোর ভয়াবহতার ব্যাপারে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হয়েছে আলহামদুলিল্লাহ। আল্লাহ আমাদেরকে সকল প্রকার প্রতারণা করা বা প্রতারিত হওয়া থেকে হেফাযত করুন।

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা নম্বর
সারসংক্ষেপ	৫
১. ভূমিকা	৬
১.১. ফাঁদ বা প্রতারণা কি?	৭
১.২. প্রযুক্তি কি?	৭
১.৩. প্রযুক্তির ফাঁদ কি?	৭
২. প্রযুক্তির ফাঁদ কেমন হতে পারে?	৮
২.১. ডলার চক্রের ফাঁদ	৮
২.২. বিক্যাশ প্রতারণা	৯
২.২.১. বিক্যাশ একাউন্ট নষ্ট হয়ে যাবে ভয় দেখিয়ে প্রতারণা	১০
২.২.২. বিক্যাশ গিফট চক্র	১০
২.৩. স্বর্নের বার প্রতারণা	১০
২.৪. দেশে বিদেশে চাকরির নামে ফাঁদ	১২
২.৫. ফেসবুক কেন্দ্রিক প্রতারণা	১৩
২.৫.১. বিদেশ থেকে গিফট পাঠানো ফাঁদ	১৪
২.৫.২. কম দামে মোবাইল ফোন এর বিজ্ঞাপন	১৪
২.৫.৩. সুলভ মূল্যে হিরার অলংকার এর নামে ধোঁকা	১৪
২.৫.৪. অল্প খরচে দ্রুত ধনী হবার কৌশল, কোন প্রকার অভিজ্ঞতা ছাড়াই	১৫
২.৫.৫ ছবি সংগ্রহ করে অশ্লীল ছবি বানিয়ে ছেড়ে দেবার হুমকি	১৫
২.৫.৬ নম্বর সংগ্রহ করে খারাপ যায়গায় দিয়ে দেবার হুমকি	১৫
২.৫.৭. ফেসবুক একাউন্ট হুবহু একরকম খুলে প্রতারণা	১৬

২.৫.৮. ফিশিং এর মাধ্যমে হ্যাকিং করে পরবর্তীতে প্রতারণা ১৬

২.৬. গুনাহের এক বিশাল জগত ১৭

২.৬.১ ফেসবুক, ইউটিউব ও টিকটক ১৭

২.৬.২ পর্নোগ্রাফি ও এর ভয়াবহতা ১৮

২.৬.৩ গান, সিনেমা, সফট পর্নোগ্রাফি ১৯

৩. মোবাইলে এর মাধ্যমে প্রতারণা ১৯

৩.১. জ্বিনের বাদশার ফোন কল ১৯

৩.২. পরিচয় নকল করে ধোঁকা দেয়া ২০

৪. প্রযুক্তির ফাঁদ এর অপকারিতা ২০

৫. আল্লাহর হুকুম, রসুল সঃ এর সুন্নাহ এবং আমাদের করণীয়। ২১

৬. শেষকথা ২৫

তথ্যসূত্র ২৬

সারসংক্ষেপ

অপর মুসলিম ভায়ের সম্পদ যে আমানত হয়, বিচার দিবসের মালিক মহান আল্লাহ রব্বুল আ'লামীন যে মানুষের কাছ থেকে হিসেব নিবেন, এই বাস্তবতা আজ বোধ হয় সমাজের সিংহ ভাগ মানুষ ভুলেই গেছে। অভিনব কায়দায় নিজের মেধা, শ্রম সম্পদ সমস্ত কিছু ব্যয় করে, কখনো একা একা কিংবা কখনো সংঘবদ্ধ ভাবে ফাঁদে ফেলে হাতিয়ে নিচ্ছে লাখ লাখ টাকা। এই জঘন্য পাপের উপর প্রভাবক হিসেবে কামারের হাপরের মত বাতাস দিয়ে দিয়েছে বর্তমান তথ্য প্রযুক্তি।

কোন রকম দেখা সাক্ষাত, ধরা ছোয়ার বাইরে থেকে জালিয়াতি, প্রতারণা, ধোঁকা বেড়েই চলেছে। তার শিকার হচ্ছে কখনো সহজ সরল মহিলা, কখনো উচ্চাভিলাসী মধ্যবিত্ত পুরুষ, কখন প্রবাসীর আত্মীয় স্বজন কিংবা অসচেতন সাধারণ মানুষ। এরকম গত কয়েক বছর ঘটে যাওয়া নানান ধরনের প্রযুক্তির ফাঁদ, ফাঁদ পাতার কৌশল, বাস্তব সম্মত বেশ কিছু তথ্য আমি একত্রিত করেছি। তথ্যগুলো ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম অথবা সংবাদ মাধ্যম থেকে প্রাপ্ত।

এই লেখনীতে মূলত অর্থনৈতিক প্রতারণা বিষয়টি আলোচিত হয়েছে। এর মধ্যে বিক্যাশ প্রতারণা, ডলার চক্রের ফাঁদ, স্বর্নের বার প্রতারণা, বিদেশে চাকরি দেবার নামে অর্থ আত্মসাৎ, ফেসবুক ভিত্তিক প্রতারণা, মোবাইল ফোন কল ভিত্তিক প্রতারণা ইত্যাদি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। আর এই বিষয়ে মুসলিম হিসেবে আমাদের কি করণীয়, সে বিষয়ে কোরআন ও হাদিসের আলোকে বেশ কিছু হুকুম-আহকাম একত্রিত করা হয়েছে।

আশা করছি এই লেখনীর মাধ্যমে পাঠক প্রযুক্তির মাধ্যমে করা বেশ কিছু প্রতারণা সম্পর্কে ধারণা পাবেন, লোভ-লালসা, উচ্চাভিলাষ সংবরণের মাধ্যমে এরূপ প্রতারণা থেকে মুক্তি পাবেন। আর আল্লাহ তা'লার হুকুম, রসুল (সঃ) এর সুন্নাহ এবং নিজেদের করনীয় সম্পর্কে সচেতন হবেন।

আল্লাহ লেখক, পাঠক এবং এর সাথে সম্পৃক্ত সকলের আ'মল কবুল করুন এবং উত্তম প্রতিদান দিন, আমীন।

১. ভূমিকা

ধোঁকা ও প্রতারণা একটি মারাত্মক ব্যাধি। অসৎ লোকেরা নিজের ভেতর লুকিয়ে থাকা অসৎ উদ্দেশ্যকে চরিতার্থ করার জন্য নোংরা মস্তিষ্ক দিয়ে বিভিন্ন চিন্তাভাবনা সাজিয়ে শিকারকে ঘায়েল করে। নিজের উদ্দেশ্য ও গোপন ইচ্ছা পূরণের জন্য যারা এ ধরনের প্রতারণার কাজে জড়ায়, তাদেরকে প্রতারক বলে। প্রতারণা বা কৌশলে অন্যকে ঠকানো কবিরা গুনাহ তথা 'হারাম'। প্রতারণা আর প্রতারকের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে, যা সাধারণ ও সৎ মানুষের জন্য হুমকিস্বরূপ।

হালাল রিযিক আল্লাহ তা'আলা দুনিয়াতে মানুষের জন্য বিভিন্নভাবে ব্যবস্থা করে থাকেন। হালাল রিযিক উপার্জন করার জন্য বিভিন্ন পদ্ধতিকে আল্লাহ তা'আলা স্বীকৃতি দিয়েছেন। হালাল জীবিকা উপার্জনের যত পদ্ধতি আছে, ব্যবসা-বাণিজ্যই এসবের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য। পৃথিবীতে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের মধ্যে ব্যবসাই উপার্জনের সবচেয়ে বড় মাধ্যম। অর্থনৈতিক অগ্রগতি ও প্রাধান্যের অন্তর্নিহিত রহস্য সবচেয়ে বেশি ব্যবসা-বাণিজ্যে।

ইসলাম ব্যবসা-বাণিজ্যকে বিশেষভাবে গুরুত্ব এবং ব্যাপক উৎসাহ দিয়েছে। কুরআন মাজীদে আল্লাহ বলেন,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَأْكُلُوٓا۟ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ

"তোমরা একে অপরের ধনসম্পদ অবৈধ উপায়ে আত্মসাৎ করো না। পারস্পরিক সম্মতিতে ব্যবসা-বাণিজ্যের মাধ্যমে মুনাফা অর্জন করো"। [৩]

একজন মানুষের জন্য তার অপর ভাইয়ের সম্পদ কখনোই বৈধ হয় না। উভয়ের সম্মতিক্রমে যে ব্যবসা করা হয়, তাতে একে অপরের সম্পদকে নিজের জন্য হালাল করে নিতে পারে এবং অপরের সম্পদের মালিকানা অর্জন করতে পারে। একেই বলা হয় ব্যবসার মাধ্যমে উপার্জন করা বা হালাল রুজী উপার্জন করা।

এ ধরনের উপার্জনকে হাদীসে উত্তম উপার্জন বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। যেমন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

أفضل الكسب عمل الرجل بيده، وكل بيع مبرور

"উত্তম কামাই হলো, একজন মানুষের তার নিজের হাতের কামাই এবং সব ধরনের মাবরুর ব্যবসা-বাণিজ্যের কামাই"। [৪]

১.১. ফাঁদ বা প্রতারণা কি?

ফাঁদ শব্দের শাব্দিক অর্থ হল বিপদে ফেলার গুপ্ত কৌশল; ছল বা জাল। অর্থাৎ কাউকে বিপদে ফেলার জন্য, ধোঁকা দেবার জন্য, লুট করার জন্য বা অন্য যে কারণেই হোক, যে কোন ধরনের কৌশল অবলম্বন করলেই সেটাকে ফাঁদ বলা যায়।

আর প্রতারণা হল অসদুপায় অবলম্বন করে কোন কিছু হাসিল করা। অর্থাৎ নিজ যোগ্যতা আর স্বাভাবিক মেহনতের পথে না হেঁটে ভিন্ন ভাবে হাসিল করা।

১.২. প্রযুক্তি কি?

Wikipedia এর তথ্য মতে ‘প্রযুক্তি বলতে কোন একটি প্রজাতির বিভিন্ন যন্ত্র এবং প্রাকৃতিক উপাদান প্রয়োগের ব্যবহারিক জ্ঞানকে বোঝায়। নিজের প্রাকৃতিক পরিবেশের সাথে প্রজাতিটি কেমন খাপ খাওয়াতে পারছে এবং তাকে কিভাবে ব্যবহার করছে তাও নির্ধারণ করে প্রযুক্তি। মানব সমাজে প্রযুক্তি হল বিজ্ঞান এবং প্রকৌশলের একটি আবশ্যিক ফলাফল। মানব সমাজের প্রেক্ষিতে প্রযুক্তির সংজ্ঞায় বলা যায়, "প্রযুক্তি হল কিছু প্রায়োগিক কৌশল যা মানুষ তার প্রতিবেশের উন্নয়নকার্যে ব্যবহার করে।" যেকোন যন্ত্র এবং প্রাকৃতিক উপাদান সম্বন্ধে জ্ঞান এবং তা দক্ষভাবে ব্যবহারের ক্ষমতারকেও প্রযুক্তি বলা হয়। [৫]

১.৩ প্রযুক্তির ফাঁদ কি?

কোন প্রাকৃতিক উপাদান, কিংবা বৈজ্ঞানিক যন্ত্রাংশ, সফটওয়্যার বা ব্যবহারিক জ্ঞান কাজে লাগিয়ে যে কোন কৌশলে ধোকা দেয়াকে আমরা প্রযুক্তি ফাঁদ বলতে পারি।

বর্তমানে বিজ্ঞান আর প্রযুক্তি এত দ্রুত অগ্রসর হচ্ছে, নতুন নতুন পদ্ধতি উদ্ভাবিত হচ্ছে, যার সাথে সকলে তাল মিলিয়ে চলতে পারছে না। সেই সুযোগ কাজে লাগিয়ে বেশকিছু প্রতারক, নিজেদের আখের গুছিয়ে সাধারণ মানুষদেরকে ফাঁদে ফেলছে, এটাকেই আমরা বলছি প্রযুক্তির ফাঁদ।

২. প্রযুক্তির ফাঁদ কেমন হতে পারে?

বিজ্ঞানের ক্রমবর্ধমান অগ্রযাত্রাকে কাজে লাগিয়ে মানবকল্যাণে যেমন অসংখ্য প্রযুক্তি আবিষ্কৃত হয়েছে তেমনি অসদুপায় অবলম্বন করে প্রতারণা করার আর ধোকা দেওয়ার অসংখ্য পদ্ধতি তৈরি হয়েছে। সেরকম অসংখ্য ঘটে যাওয়া ঘটনার মধ্য থেকে আমরা বেশকিছু বাছাইকৃত ঘটনা এখানে উল্লেখ করব ইন শা আল্লাহ।

২.১. ডলার চক্রের ফাঁদ

একজন ভাই রিকশা ভ্রমণ করেছেন রিকশা চালাতে চালাতে রিক্সাওয়ালার বলে উঠলেন, ‘ভাই আপনাকে তো খুব ভালো মানুষ মনে হয়, আপনার সাথে আমি একটা গোপন কথা বলি। এক বিদেশি আপা আমার রিক্সায় উঠেছিলেন কিন্তু কাছে টাকা না থাকায় উনি আমাকে এই কয়টা নোট দিয়ে গেছেন পরবর্তীতে আমি বেশ কিছু মানুষকে জিজ্ঞেস করে জানতে পারি এটা ডলার, আমি তো গরিব মানুষ আমিতো জানিনা এগুলো দিয়ে কিভাবে কি করতে হয়, আপনি যদি আমাকে একটু উপকার করতেন। ‘

এরকম এক কথা দুই কথা বলার পর রিক্সাওয়ালা সেই ব্যক্তির হাতে তিনটি ডলারের নোট দিলেন এবং নিজের ফোন নাম্বার দিয়ে বলেছিলেন যদি এটা ভাঙ্গাতে পারেন তবে আমাকে যোগাযোগ করবেন।
প্রাথমিক বিনিয়োগ হিসেবে এই তিনটি ডলার ছিল, চেহারায় ভদ্রতা দেখলে সে সমস্ত মানুষদেরকে এইভাবে টার্গেট করা হয়। এই তিনটি ডলার তিনটি আসল ডলার। নিয়ে ব্যাংকে যায় তারপর উনি ব্যাপারগুলোকে ভাঙ্গাতে পারেন তারপর সেখান থেকে যে টাকা পান সেই টাকা আবার রিক্সাওয়ালার কাছে ফেরত দেন রিক্সাওয়ালা সেখান থেকে দেখা যায় কিছু অংশ হিসেবে আবার ফেরত দিচ্ছে এই বলে যে আপনি না থাকলে তো আমি কখনো ডলার ভাঙ্গাতে পারতাম না।

পরবর্তীতে আবার এই ব্যক্তিকে সেই রিকশাওয়ালা ফোন দিবেন, বলবেন যে তার কাছে এরকম ডলারের দুইটা বান্ডিল আছে। আপনি যদি আমাকে একটু সাহায্য করেন মাত্র ১০,০০০ টাকার বিনিময়ে আপনাকে আমি দুইটা বান্ডিল দিয়ে দিব। তারপর তড়িঘড়ি করে সেই ভাইকে একটা নির্জন জায়গায় ডেকে নিয়ে তার কাছ থেকে ১০ হাজার টাকা নিয়ে খুব দ্রুত তাকে ব্যাগটা দিয়ে এমন ভাবে চলে যাবে, যেন এটা যেন কেউ দেখে না ফেলে। পরবর্তীতে দেখা যাবে এর ভেতরে যে ডলার গুলো আছে সেগুলো নকল ছাপানো ডলার ছাড়া আর কিছু না।

এই চক্রের পিছনে বেশ কয়েক ধরনের মানুষ কাজ করে থাকে। যারা এই ডলারগুলো একদল ছাপায়, তাদের কাছ থেকে বেশকিছু মানুষ এই ডলারগুলো সংগ্রহ করে। তাদের মধ্যে বেশকিছু রিক্সাওয়ালা থাকে এই ধরনের মানুষ যারা দৈনন্দিন অচেনা অজানা মানুষের সাথে কথাবার্তা বলেন, তারপর তার কাছ থেকে টাকা হাতিয়ে নেন, এভাবেই চলতে থাকে প্রতারণার রমরমা ব্যবসা। আরো দেখুন, যুগান্তর ১১ মার্চ, ২০২১ এর পত্রিকায়। [৬]

২.২. বিক্যাশ প্রতারণা

বিক্যাশ, ২০২২ সালে এসে ইলেকট্রনিক মানিট্রান্সফার মেডিয়া বিক্যাশ এর নাম জানেনা এমন লোক পাওয়া মুশকিল। এমন পরিচিতি এবং মানুষের অসচেতনতার সুযোগ নিয়ে বেশ কয়েক ধরনের প্রতারক চক্র মানুষকে দৈনন্দিন ফাঁদে ফেলে তাদের কাছ থেকে বিপুল পরিমাণ অর্থ আত্মসাৎ করে আসছে।

বিক্যাশ প্রতারণার বিষয়টি একেবারে শৈল্পিক পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। মানুষকে বিভিন্নভাবে ভয় দেখিয়ে কখনো লোভ দেখিয়ে কখনো ধোঁকা দিয়ে কখনও বা চালাকি করে তাদের নম্বর পিন নম্বর হাতিয়ে নিয়ে, এরকম বিভিন্ন ভাবে মানুষকে বিভিন্ন মাত্রায় ফাঁদে ফেলা হয়েছে। তার বেশ কিছু উদাহরণ আমরা জানবো।

আরো জানুন বিবিসি পত্রিকায়। [৭]

২.২.১. বিক্যাশ একাউন্ট নষ্ট হয়ে যাবে ভয় দেখিয়ে প্রতারণা

একজন প্রতারক বিক্যাশ নম্বরটি যে কোন দোকান থেকে যে কোন মাধ্যমে সংগ্রহ করে, সংগ্রহ করার পর এই ব্যক্তিকে বিক্যাশ এজেন্ট হিসেবে ফোন কল করে এমন ভাবে তাকে ভয় দেখানো শুরু করা যে আপনি যদি আপনার ফোনে যে কোডটা গেছে এটা যদি আমাকে না বলেন, তাহলে আপনার বিক্যাশ একাউন্ট টা নষ্ট হয়ে যাবে।

এই পিন নাম্বার মূলত একটি ভেরিফিকেশন পিন নাম্বার। বিক্যাশ এর সফটওয়্যার সিস্টেম থেকে এইটা ভেরিফাই করার চেষ্টা করা হয়। যদি কোন পেমেন্ট বা কোনো ট্রানজ্যাকশন বা যেকোনো ধরনের অর্থনৈতিক লেনদেন এর অনুমতি মোবাইল থেকে দেওয়া হয়েছে কিনা সেই সাপেক্ষে মোবাইলে একটি এসএমএস যায়। যদি সঠিক কোডটি প্রদান করা হয় তাহলে বিক্যাশ সিস্টেম বুঝতে পারে যে এই লেনদেনের অনুমতি দেওয়া হয়েছে। ভয় দেখিয়ে তারা সেই অ্যাকাউন্ট থেকে যে কোন অনুপাতে লেনদেন করতে পারে।

২.২.২. বিক্যাশ গিফট চক্র

বিক্যাশ গিফট চক্র তুলনামূলক কম সক্রিয়, এদের পদ্ধতি হল এরা ফোনে ফোন করে বলে যে আপনার নামে একটি গিফট প্যাকেজ এসেছে আপনি ৫০০০ টাকা গিফট হিসেবে পাবেন। সে পাঁচ হাজার টাকার খরচ যোগানোর জন্য আপনাকে প্রতি হাজারে ২০০ টাকা মানে ১২০০ টাকা আপনাকে দিতে হবে। যদি আপনি না দেন তবে আপনি গিফট পাবেন না।

এইভাবে যদি এই ব্যক্তি তাকে কিছু টাকা পাঠিয়ে দেয় তারপর সে যোগাযোগ একেবারেই বন্ধ করে দেয় আর যদি কোন কিছু না পাঠায় তাহলে সে আবার ফোন করে আবার ভিন্নভাবে এই মানুষকে বানানোর চেষ্টা করে।

২.৩. স্বর্নের বার প্রতারণা

স্বর্ণের বার প্রতারণার মূল ভিকটিম হল মহিলারা। এই ধরনের চক্রের মধ্যে সাধারণত দেখা যায় একজন নিম্ন বিত্ত নারী সে একটি বার নিয়ে আসে যেটা দেখতে সোনার বারের মত। আসলে সেটা কোন সোনার বার ই না, কেবলমাত্র দেখতে সোনালী রঙের এবং ক্ষেত্র বিশেষে সেটা হয় তামার উপরে সোনালী প্রলেপ দেওয়া এবং তার উপরে লেখা থাকে ২৪ ক্যারেট বা ১৮ ক্যারেট। প্রতারণার বিষয়বস্তুকে বিশ্বাসযোগ্য করে তোলার জন্য এ ধরনের প্রচেষ্টা চালানো হয়।

মূল ফাঁদ শুরু হয় এভাবে, নতুন করে পরিচিত হওয়ার পরে একজন মানুষের কাছে অনেক আকুতি মিনতি করে নিজের দুর্বলতার কথা প্রকাশ করা যে, আমাকে আমার এক ভাই বিদেশ থেকে আসার পরে একটা স্বর্ণের বার দিয়েছিল তারপর সেটা গোপনে তাকে দেখিয়ে দেয়, দেখানোর পরে এটা বলে যে এটা দিয়ে কি করে আমি জানিনা কিন্তু এটা অনেক দামি হওয়ার কথা কোথায় বিক্রি করব আমি সেটাও জানি না। অর্থাৎ এক ধরনের অসহায়ত্বের কিচ্ছা প্রকাশ করে এবং এমন মানুষের সামনে প্রকাশ করে যাকে সে বোঝাতে চায় যে আপনি আমার চাইতে অনেক ভাল বোঝেন এবং আপনি আমাকে এ ব্যাপারে সাহায্য করতে পারবেন।

অতঃপর তার কাছে অনুরোধ করে যে আপনাকে আমি বারটা দিয়ে দিব আপনি যদি আমাকে অল্প কিছু টাকা দেন। সাধারণত সোনা অনেক বেশি দামি বস্তু সেই তুলনায় দেখা যায় যে একটা বারের দাম তো কয়েক লক্ষ হতে পারে, সেই দিক বিবেচনায় এই মহিলা তার কাছে অল্প কিছু টাকা পয়সা দাবি

করে যেমন - ১০০০০, ১৫০০০ বা ২০,০০০ টাকা। আর অর্থের এরকম তারতম্য দেখে লোভে পড়ে অনেকেই টাকাটা দিয়ে দেন এবং গোপনীয়তা রক্ষা করার জন্য কাউকে জানান না, যেন অন্য কেউ জেনে না যায় এই সুযোগ লুফে না নেয় কিংবা তাদেরকে ফাঁসিয়ে না দেয়।

টাকাটা দিয়ে দেওয়ার পর যখন জানা জানি হয় এবং জিনিসটা পরবর্তীতে জানা যায় যে এটা মোটেও স্বর্ণের বার ই না, ততক্ষণে অনেক দেরি হয়ে গেছে।

সংবাদপত্রে ২০২০, ২০২১ এবং ২০২২ সালে হয়ে আসা প্রতারণার সংবাদ -
নকল সোনার বার দিয়ে প্রতারণা, আটক ৫ [৮]
নকল স্বর্ণের বার দেখিয়ে প্রতারণা চট্টগ্রামে ৩ জন গ্রেফতার [৯]
নকল সোনার বার দিয়ে যেভাবে নারীর সাথে প্রতারণা! [১০]

২.৪. দেশে বিদেশে চাকরির নামে ফাঁদ

চাকরির ফাঁদ মূলত গণমাধ্যম এর মাধ্যমে আসে, আগে ছিল সংবাদপত্র, বর্তমানে তার সাথে যোগ হয়েছে ফেসবুক।

এটা শুরু হয় একটা লোভনীয় বিজ্ঞাপন দিয়ে যেমন ধরেন, এয়ার হোস্টেস বা বিমানবালা হিসেবে চাকরি, চাকরির জন্য কোন শিক্ষাগত যোগ্যতার প্রয়োজন নেই, বয়স হতে হবে ১৮ থেকে ২৫ এর ভেতরে, আর যা কিছু লাগবে তা ট্রেনিং দিয়ে করে দেয়া হবে। তার জন্য প্রয়োজন হবে ২০ হাজার টাকা।

এভাবে তাদের কাছ থেকে প্রাথমিকভাবে পাঁচ হাজার দশ হাজার ১৫ হাজার টাকা হাতিয়ে নেওয়া হয়, তারপর তাদেরকে একদিন দিবেনা করে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় নিয়ে যাওয়া হয় এবং এয়ার হোস্টেসরা কিভাবে থাকেন তাদের জীবনযাত্রা কেমন সেরকম করে সুন্দর সুন্দর গল্প শোনানো হয়। তারপর বাকি টাকা তাদের কাছে দাবি করা হয় ট্রেনিং শুরু করা হবে এরকম একটা তারিখ দেওয়া হয়। বাকি টাকা কেউ কেউ দেন কেউ কেউ দেন না কিন্তু দেওয়ার পরে তাদের ট্রেনিং তো বহুত দূরে থাক এই ব্যক্তির পরিচয় এবং তার উপস্থিতি আর কোথাও দেখা যায় না।

আরো লোভনীয় অফার আছে দেশের বাইরে বিদেশে, সৌদি আরব লিবিয়া কিংবা দুবাইতে চাকরি, চাকরি ধরণ হতে পারে পার্সোনাল অ্যাসিস্ট্যান্ট, কিংবা গাড়ির ড্রাইভার। শিক্ষিত হওয়া লাগবে না কোন যোগ্যতারও প্রয়োজন নাই আরো বিস্তারিত জানতে চাইলে যোগাযোগ করুন এই নাম্বারে। তারপর সেই নাম্বার থেকে তাকে বলে দেওয়া হয় নির্দিষ্ট দিনে নির্দিষ্ট জায়গায় গিয়ে অথবা কোন ব্যাংক একাউন্টে এক লক্ষ বা নির্দিষ্ট কোন এমাউন্ট জমা দিয়ে তারপর তার সাথে সাক্ষাৎ করা। একাউন্ট জমা দেয়া পর্যন্তই শেষ পরবর্তীতে সেই অফিস সেই নম্বর কিংবা সেই ব্যক্তি কাউকে আর খুঁজে পাওয়া যায় না।

বিদেশে চাকরির ফাঁদ পেতে প্রতারণা, জানুয়ারি ২৭, ২০১৮ তে প্রকাশিত অনলাইন পত্রিকার সংবাদ। [১১]

২.৫. ফেসবুক কেন্দ্রিক প্রতারণা

জনপ্রিয় সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুক প্রচলিত হবার পর থেকেই একে ঘিরে মানুষের জল্পনা কল্পনা চলতে থাকে। আসতে আসতে বিভিন্ন বয়সের, পেশার, বুদ্ধিমত্তার মানুষ ফেসবুক আসক্ত হয়ে যান।

প্রযুক্তি ব্যবহার করার যোগ্যতা আর সাধারণ মানুষের দুর্বলতা কে কাজে লাফিয়ে বিভিন্ন প্রকার ফাঁদ পেতে রাখে অসংখ্য অসাধু চক্র।

সংবাদ পত্রের দিকে তাকালে অহরহ ফেসবুক কেন্দ্রিক প্রতারণার ঘটনা আমরা দেখতে পারি, এছাড়াও কত শত প্রতারণা যে আড়ালে থেকে যায়, তার কোন ইয়াত্তা নাই।

উদাহরণস্বরুপ নিচের কয়কটি সংবাদপত্রের লিঙ্ক শেয়ার করা হল -

লাখ লাখ ডলারের ফাঁদ! ফেসবুক চ্যাটিংয়ে সাবধান হোন! [১২]

ফেসবুকে ১০ প্রতারক থেকে সাবধান [১৩]

ফেসবুকে প্রেমের ফাঁদের প্রতারণাই বেশি [১৪]

২.৫.১ বিদেশ থেকে গিফট পাঠানো ফাঁদ

শুরুটা হয় আসতে আসতে পরিচিতি দিয়ে, অর্থাৎ ফেসবুক পরিচয়, অল্পতে লোভ দেখিয়ে সম্পর্ক করার চেষ্টা করা হয়। পরিচয় হিসেবে ধনী প্রবাসী বলা হয়।

এক পর্যায়ে ভুক্তভোগীকে বলা হয় - "আপনার জন্য গিফট পাঠানো হয়েছে, গিফটের দাম প্রায় ২ লাখ টাকার কাছাকাছি হবে"

তারপর শুরু হয় প্রতারণা, ১ সপ্তাহ পরে কাস্টমস থেকে বলছি, এই মর্মে শুরু হয় ভুয়া ফোন কল, তারপর ইনিয়ে বিনিয়ে বলে ৫ হাজার টাকা লাগবে, তাহলে ছড়িয়ে দিব। কিছুদিন পর জানানো হয় কাস্টমস এ আটকে গেছে, ছাড়াতে ১৫ হাজার লাগবে, তারপর মামলা হবে , এটা সেটা আর

কত কি। এভাবে প্রথমে লোভ আর পরে ভয় দেখিয়ে লুট করা হয় হাজার হাজার টাকা।

২.৫.২ কম থাকে মোবাইল ফোন এর বিজ্ঞাপন

বিশ্বের নামি দামী ফোনগুলো অফারে অনেক অল্প দামে বিক্রি হচ্ছে। এমনকি ফোন পেতে আলাদা করে কুরিয়ার চার্জ বা কোন কিছুই দেয়া লাগবে নাম নির্দিষ্ট সময়কাল পরে ফোন পৌঁছে যাবে ক্রেতার কাছে। যেমন - ৭০,০০০ টাকার স্যামসাং মোবাইল পাওয়া যাবে ১৫,০০০ টাকায়।

এরকম নানা ধরনের লোভনীয় অফার এর এড দেখিয়ে হাতিয়ে নেয়া হয় হাজার হাজার টাকা।

২.৫.৩ সুলভ মূল্যে হিরার অলংকার এর নামে ধোঁকা

বর্তমানে ফেসবুকে অ্যাড দেখা যায়, হীরার অলংকার মাত্র ১৫০০ থেকে ২০০০ টাকার মধ্যে পাওয়া যাচ্ছে। ব্যাপার হচ্ছে যে এই হীরার জন্য যে সমস্ত অলংকার ব্যবহার করা হয় সেগুলো সোনার তৈরি। অর্থাৎ আপনি ধরেন একটা আংটি কিনতে যাচ্ছেন সেটার জন্য যে পরিমাণ সোনা লাগে সে সোনা সহ একটি হীরার মূল্য মাত্র ২ হাজার টাকা। পাঠিয়ে দেয়া হবে আপনার ঠিকানায় অর্ডার করতে পারবেন অনলাইনেই বিকাশ পেমেন্ট এর মাধ্যমে।

স্বাভাবিকভাবে সোনার দামটা এত কম না তাই না, তার উপরে হীরা একই সাথে বিক্রি হচ্ছে, স্বর্ণ সহকারে, ভাবুন তো ? এটা যদি প্রতারণা না হয়, তো আর কি হবে?

২.৫.৪ অল্প খরচে দ্রুত ধনী হবার কৌশল, কোন প্রকার অভিজ্ঞতা ছাড়াই

ফেসবুক চালাতে চালাতে বিজ্ঞাপন, বিজ্ঞাপনের টাইটেল বলে দিবে কিভাবে কোন অভিজ্ঞতা ছাড়াই সে খুব সহজে ধনী হতে পারবে, দৈনিক মাত্র ২০ মিনিট কাজ করতে হবে। বিনিময়ে তাকে ইনভেস্ট করে দিতে হবে ১৫ হাজার টাকা। মানে, এই কাজ শেখানোর জন্য তাকে টাকা দিতে হবে। এভাবেই টাকা নিয়ে চম্পট দিয়ে দেন তিনি। কারণ বিনা কারণে , স্বাভাবিক ভাবেই কেউ কাউকে টাকা দেয়না।

২.৫.৫ ছবি সংগ্রহ করে অশ্লীল ছবি বানিয়ে ছেড়ে দেবার

এ ধরনের প্রতারণার মূল টার্গেট হচ্ছে নারীরা ।যে সমস্ত বোনেরা ফেসবুক চালান সাধারণত তারা এই ধরনের ধোঁকাবাজির শিকার হন। এ বিষয়টাও খুব ভয়ংকর। একজনের ফেসবুক প্রোফাইলে ব্যক্তিগত ছবি আপলোড করা থাকে, সেই ছবিগুলোর মধ্যে থেকে নিজের পছন্দমত বেশ কিছু ছবি প্রতারক

সংগ্রহ করে।

সংগ্রহ করার পর সেই ছবিটা কাটে নিজের মতো করে ফটোশপে বা অন্য কোন ডিজাইন ব্যবহার করে খুব অশালীন কিছু ছবি তৈরি করে। তারপর সেই ছবি ফেসবুকে পাঠিয়ে হুমকি দেওয়া শুরু করে, এই বলেছে যদি আমাকে টাকা না দেন তাহলে এই ছবি ফেসবুকে আপলোড করে দিব, কিংবা ইন্টারনেটে ছেড়ে দিব। সম্মানহানি এমন হুমকির মুখে অনেকেই টাকা দিতে বাধ্য হন এবং এটা চলতেই থাকে।

২.৫.৬ নম্বর সংগ্রহ করে খারাপ যায়গায় দিয়ে দেবার হুমকি

ফেসবুকে যারা নম্বর দিয়ে রাখেন তাদের এই ধরনের বিষয়টা অনেক উদ্বেগজনক। এরকম কোন মেয়ের নম্বর জোগাড় করে, তারপর তাকেই ক্রমাগত হুমকি দেওয়া হয়, টাকা না দিলে খুব খারাপ জায়গায় দিয়ে দিবে।

স্বাভাবিকভাবে কারো ব্যক্তিগত নম্বর যদি পাবলিক টয়লেটে লেখা থাকে সেটাই অনেকটা চিন্তার কারণ হয়ে যায়, অথবা কোন মাদক ব্যবসায়ী কিংবা পতিতাদেরর নাম্বার হিসেবেও অনেক সময় এ ধরনের প্রতারণায় ব্যবহার করতে দেখা যায়। সাধারণত টাকা দিলেও সমস্যার সমাধান হয় না, নম্বর পরিবর্তন ছাড়া অন্য কোন কাজেই লাগেনা।

২.৫.৭ ফেসবুক একাউন্ট হুবহু একরকম খুলে প্রতারণা

ফেসবুকের সমস্ত তথ্য পাবলিক থাকে, যে কেউ চাইলে এই তথ্য কপি করতে পারে। সেই সমস্ত মানুষের সাথে হয় যারা ফেসবুকে ছবি দিয়ে রাখেন।

প্রথমে একটা নতুন ফেসবুক অ্যাকাউন্ট খুলে চেষ্টা করে যতটা সম্ভব পুরানো একাউন্টের সাথে মিল রাখার। নাম ছবি এগুলো তো অবশ্যই মিল রাখে, আর ভুক্তভোগীর যতগুলো স্ট্যাটাস আপডেট আছে, সবগুলো স্ট্যাটাস আপডেট সে নতুন একাউন্টে দিতে থাকে।

এক পর্যায়ে তার বন্ধুগুলোকে এড করতে থাকে, যদিও এই একাউন্টটি মূল ইউজারের নয়, কিন্তু অন্যরা সেটা বুঝতে পারেন না।

বিশ্বাস অর্জন হয়ে গেলে একপর্যায়ে শুরু হয় প্রতারণা। এই আইডি থেকে তার বিভিন্ন বন্ধুদের কাছে মেসেজ পাঠানো হয় এই বলে যে - "তুমি তো অনেক বিপদে আছি আমার ২০০০ টাকা লাগবে"। যেহেতু অ্যাকাউন্টটি দেখে পরিচিত মানুষের মনে হয় সেহেতু অনেকেই জিজ্ঞাসা না করেই টাকাটা পাঠিয়ে দেন। পরবর্তীতে যখন দেখা যায় যে যিনি তাকে পাঠিয়েছেন যাকে পাঠানো হয়েছে তাকে তিনি চেনেন ই না, বরং এটা একটা ফেক আইডি, ততক্ষণে অনেক দেরি হয়ে গেছে।

২.৫.৮. ফিশিং এর মাধ্যমে হ্যাকিং করে পরবর্তীতে প্রতারণা

ফিশিং হচ্ছে এক ধরনের হ্যাকিং মেথড। এই পদ্ধতির মাধ্যমে হ্যাকার একটা পেজ তৈরি করে যেটা দেখতে হুবহু ফেসবুকের মত। গ্রাহক যদি ফিশিং পেজটি দেখে বুঝতে না পারেন তাহলে মূল ফেসবুক একাউন্টের ইমেইল পাসওয়ার্ড ইত্যাদি দিয়ে থাকেন। এই তথ্য ব্যবহার করে পরবর্তীতে হ্যাকার তার মূল অ্যাকাউন্টে লগইন করতে পারেন।

এরপরে শুরু হয় মূল প্রতারণার অংশ, এই পর্যায়ে সে তার পরিচিতদের কাছে মেসেজ করে টাকা চাইতে পারে কিংবা তার ব্যক্তিগত তথ্য ও পরিবর্তন করে দিতে পারে কিংবা অশালীন অশ্লীল ভিডিও বা কনটেন্ট শেয়ার করতে পারে। তার আইডেন্টিটি ব্যবহার করে যে কোন কিছু করতে পারে।

২.৬. গুনাহের এক বিশাল জগত

প্রযুক্তির দ্বারা গুনাহের এক বিশাল জগত উন্মোচিত হয়েছে যা প্রযুক্তি ছাড়া সম্ভব ছিল না। বর্তমানে মানুষ চাইলে নিজের বেডরুম পর্যন্ত গুনা বহন করতে পারে, যার উৎস হতে পারে অন্য কোন দেশ কিংবা মহাদেশের। এর পেছনে একটি অসাধু গোষ্ঠী তো আছেই, তারা তাদের ভিন্ন ভিন্ন পণ্যের বিনিময়ে মানুষকেই ভোগ্যপণ্য হিসেবে উপস্থিত করে।

এর উদাহরণ হিসেবে বলা যায় নাচ, গান, নাটক, সিনেমা , পর্নোগ্রাফি ইত্যাদি।

২.৬.১ ফেসবুক, ইউটিউব, টিকটক

বর্তমানে ইলেকট্রনিক মিডিয়ার মধ্যে সবচেয়ে বেশি জনপ্রিয় প্ল্যাটফর্ম গুলোর বলা যায় ফেসবুক ইউটিউব এবং টিকটক।

অতিরিক জনপ্রিয়তার কারণে আর যেহেতু এখানে কন্টেন্ট দিতে কোন প্রকার বাধাগ্রস্ত হতে হয় না, সেহেতু যে কেউ যেকোনো কিছু শেয়ার করতে পারেন।

ফলশ্রুতিতে অশ্লীল মানসিকতার অশালীন ভিডিও অডিও এবং বিভিন্ন ধরনের কনটেন্ট ছবি লেখালেখি ইত্যাদি ফেসবুকে অনেক বেশি ভাইরাল হয়।

অর্থাৎ একটা অশালীন ছবি কিংবা ভিডিও কয়েক দিনের মধ্যেই লক্ষ লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে যাচ্ছে। মানুষ সাওয়াতের বশবর্তী হয়ে হোক কিংবা শয়তানের ওয়াস-ওয়াসাই হোক বিভিন্ন কারণে এই সকল কিছু দেখে গুনাগার হচ্ছে। এটা এতটাই ভয়াবহ রূপ নিয়েছে যে স্বাভাবিকভাবে মানুষ মোবাইলের সাথে কম্পিউটারের সাথে এত বেশি আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে থাকে যে বাস্তব জীবনে তার সাথে কি ঘটছে না ঘটছে সেই সমস্ত কিছু ব্যাপারে তার কোন হুশই থাকে না।

এই চ্যানেলগুলোর মাধ্যমে অত্যন্ত ক্ষমতাধর ও বিত্তবান অসাধু চক্র মানুষকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য বিভিন্ন প্রকার অনুষ্ঠান বিনোদনের নামে অশালীনতার বীজ আমাদের মগজের মধ্যে ভবন করে দিয়ে যায়।

২.৬.২ পর্নোগ্রাফি ও এর ভয়াবহতা

ইলেকট্রনিক মিডিয়া গুলোর মধ্যে সবচাইতে ভয়াবহ বিষয়গুলোর একটা হচ্ছে পর্নোগ্রাফি। এ বিষয়টা এতই মারাত্মক যে - স্বাভাবিকভাবে একজন মানুষ যদি হেরোইনের নেশা করে বা এরকম যেকোন নেশাদ্রব্যের নেশা তার মধ্যে থাকে, পর্নোগ্রাফিতে আসক্ত মানুষজন ঠিক একই ধরনের নেশার জগতে থাকে।

যদিও বিষয়টা সাধারণত পাবলিকলি করা হয় না বরং চার দেয়ালের ভেতরে করা হয়, কিন্তু এর দ্বারা হায়া এমন পরিমাণে ধ্বংস হয়ে যায় যে, পরবর্তীতে এর প্রভাব বাস্তবিক জীবনে ব্যক্তিগত জীবনে সামাজিক জীবনে এমনকি সারা জীবনের জন্যও হতে পারে যদি কোন ব্যক্তি এতে আসক্ত হয়।

এর কারণে পরিবারের মধ্যে সম্মান বা পারিবারিক ব্যবস্থা ওর মত সাহারার সংক্রান্ত বিভিন্ন ধরনের দ্বীনি ও দুনিয়াবি সমস্যা সৃষ্টি হয়। এগুলো মাথায় এমন পর্যায়ে পৌঁছে যে যিনি আসক্ত তিনি চাইলেই চেষ্টা করলেও মেহনত করলেও এর থেকে সহজে বের হতে পারেন না।

এই সমস্ত ভাইদের কিংবা বোনদের আত্মমর্যাদা বোধ আত্মবিশ্বাস, কর্মদক্ষতা, মেধা, দৃষ্টিশক্তি এবং শারীরিক সক্ষমতার অভাব দেখা যায়।

এই ব্যাগের অবস্থা এতই ভয়াবহ যে বাংলাদেশের ৬০ থেকে ৭০ শতাংশ টিনেজাররা এই ব্যাধিতে আক্রান্ত। যখনই কোন জরিপ চালানো হয় তখন শতভাগ মানুষকে কখনো জরিপের অধীনে আনা সম্ভব নয়।

মালেশিয়ার পর্নোগ্রাফি সম্পর্কিত গবেষণা করে অস্যংখ্য মানুষকে এই জঘন্য পাপ থেকে ফিরিয়ে এনেছেন ব্রাদার ওয়ায়েল ইব্রাহিম। উনার পর্নোগ্রাফি সংক্রান্ত রিসার্চ আন্তর্জাতিক গবেষণা প্রতিষ্ঠান Academia তে প্রকাশিত আছে। [১৫]

২.৬.৩ গান, সিনেমা, সফট পর্নোগ্রাফি

বর্তমানে মিডিয়া বলতে টেলিভিশন হোক কিংবা সংবাদপত্র হোক অথবা ফেসবুক, টুইটার, ইউটিউব, টিকটক গুলোতে উসকানি মূলক অনেক ধরনের ছবি এবং ভিডিও থাকে।

বিষয়টা এমন ভয়াবহ জায়গায় গেছে যে, বর্তমানে শত শত কবিরা গুনাহ করার পরেও এইগুলোকে সামাজিকভাবে গুনাহ মনেই করা হয় না।

ছোট ছোট সমস্যা গুলো বড় বড় সমস্যার উস্কানি হিসেবে কাজ করে।

উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, একজন ব্যক্তি মেহনত করছেন পর্নোগ্রাফি থেকে বেঁচে থাকার জন্য, অনেক কষ্টে নিজের মানসিকতা চিন্তা সময় সব কিছু জড়ো করে এগুলো থেকে বেঁচে থাকার চেষ্টা করছে। এরপরে হঠাৎ তার সামনে ইউটিউব একটা ভিডিও আসে সেটা প্রচলিত নাম হচ্ছে আইটেম সং। কিন্তু পুরা ব্যাপারটার মধ্যে শালীনতার কোন বালাই নেই। বিভিন্ন রোগ রোগকে বিষয়ের ভিডিও দেখিয়ে তাকে উস্কানি দেওয়া হয়েছে এই অবস্থায় সে নিজের পুরনো পাপের দিকে হঠাৎ ঝুঁকে যায়।

এগুলো একত্রে সফট পর্নোগ্রাফি বলা হয়।

৩. মোবাইলে এর মাধ্যমে প্রতারণা

মোবাইল ফোনের মাধ্যমেও অনেক ধরনের প্রতারণা আমাদের সমাজে হতে দেখা যায়। হতে পারে এসএমএসের মাধ্যমে প্রতারণা, ফোন কলের

মাধ্যমে অথবা অন্য কারো পরিচয় ব্যবহার করে প্রতারণা।

৩.১. জ্বিনের বাদশার ফোন কল

গত কয়েক বছর আগে এই ধরনের প্রতারণা খুব প্রচলিত ছিল। কোন এক ব্যক্তিকে ফোন করে বলা হতো যে আমি দিনের বাদশা বলছি। তারপর লোভ আর ভয়ের মাধ্যমে তাকে ধোঁকা দেয়া হতো। যেমন, যদি ১০০০ টাকা সদাকা না করে দেয়, তাহলে তাঁর অনেক ক্ষতি হবে। ক্ষেত্রবিশেষে এমনও দেখা যায় যে, ছলে বলে কৌশলে বিশ্বাস অর্জন করে নিয়েছে। এইভাবে তার পারিবারিক সমস্যা গুলো তাঁর কাছে শুনে নেয়।

এরপর সমাধান করে দেয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে বিভিন্ন উপায়ে তাঁর কাছ থেকে অর্থ সম্পদ হাতিয়ে নেয়। বিষয়টা একটু আজব মনে হলেও সত্য যে বেশকিছু মানুষ এই ধরনের ধোকায় পড়েছে আর নিজেদের সম্পদ হারিয়েছে।

আরো ভয়াবহ কায়দায় লাখ লাখ টাকা হাতিয়ে নিয়েছে এই ধরনের অসাধু চক্র। সংবাদ পত্রের পাতায় -
[১৬]

৩.২. পরিচয় নকল করে ধোঁকা দেয়া

পরিচয় নকল করে ধোকা দেওয়াটা মোবাইল অঙ্গনে সহজ। কারণ এখানে সামনাসামনি কাউকে দেখা যায় না। সাধারণত এই প্রতারণা করার জন্য প্রতারক যেই ব্যক্তি কে কল দিবেন তার সম্পর্কে কিছুটা তথ্য যাচাই করেন। যেমন কোন এক ব্যক্তি ঢাকাতে থাকে বাড়িতে তার বাবা-মা ভাই এরা থাকে। যখন সবার হাতে হাতে মোবাইল ছিল না তখন এই বিষয়টি অনেক সোজা ছিল এ কারণে যে একজন আরেকজনের নামে টাকা চাইত যেমন তোমার ভাই বিপদে আছে তাকে আমরা হাসপাতালে নিয়ে এসেছি তার চিকিৎসার জন্য জরুরিভিত্তিতে টাকা লাগবে, টাকা পাঠাও।

বর্তমানে সেটা আরেক ধাপ এগিয়েছে, বিভিন্ন মাধ্যমে একজন ব্যক্তির আত্মীয়-স্বজনের নাম তারা জেনে নেয়। তারপর তার সাথে দীর্ঘদিন যোগাযোগ হয়নি এরকম হলে বেশি সুবিধা নিয়ে সেই ব্যক্তির নামে ভিকটিমের কাছে টাকা চায়। এই ভাবে শুরু করা যে আমি আপনার ভাতিজা বলছি, এর সাথে ভাতিজার নাম জুড়ে দেয় তারপর বলে যে আমি খুব বিপদে পড়েছি আপাতত আমার কাছে টাকা নেই আমাকে ৫০০০ টাকা পাঠান আমি পরবর্তীতে আপনাকে দিয়ে দিব।

দীর্ঘদিন যোগাযোগ করার পর হঠাৎ একবার যোগাযোগ করে এভাবে সাহায্য চাইলে যে কেউ নিজের আত্মীয়-স্বজন বা পরিচিত প্রিয়জনের জন্য কিছু পয়সা খরচ করার নিয়ত এমনিতেই করেন। মানুষের এই সাধারণ অনুভূতির সুযোগ নিয়ে এ ধরনের প্রতারণা করা হয়ে থাকে।

৪. প্রযুক্তির ফাঁদ এর অপকারিতা

প্রযুক্তির ফাঁদ প্রচলিত থাকার কারণে পারিবারিক, সামাজিক, ব্যবসায়িক, রাজনৈতিক এমন সকল খাতে প্রভাব দেখা দেয়, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে –

১) প্রতারণার মাত্রা আর ভুক্তভোগী গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব না হলে, আইনী সহায়তা সহজে পাওয়া যায়না, এতে অপরাধ বাড়তেই থাকে।

২) সাধারণ মানুষের জান, মালের নিরাপত্তা থাকেনা।

৩) কষ্ট করে সৎ উপার্জন করার ইচ্ছা অপরাধী মানসিকতার মানুষদের মধ্যে থেকে চলে যায়।

৪) ভুক্তভোগী প্রচুর পরিমানে অর্থ খুইয়ে সর্বশান্ত হয়ে যেতে পারেন।

৫) চোখের জিনাহ, ও অহরহ গুনাহ তে যুবক থেকে মধ্যবয়সী সকলে আক্রান্ত হয়ে যান।

৬) সামাজিক গায়রত, সম্মান, পারিবারিক বন্ধন ক্ষুন্ন হয়।

৭) স্বাভাবিক বেড়ে ওঠার পরিবেশ নষ্ট হয়ে যায়।

৮) ভালো, সুন্দর , হালাল লেখনি, ছবি, ভিডিও ইত্যাদির চাইতে হারামের দিকে আগ্রহ বেড়ে যায়।

৯) হারাম খাবার ভক্ষণ করার কারনে, ধীরে ধীরে কোরআন এবং সুন্নাহ থেকে মানুষ সরে যায়।

৫. আল্লাহর হুকুম, রসুল সঃ এর সুন্নাহ এবং আমাদের করণীয়।

যে কোন ধরনের বিশ্বাসঘাতকতা, আত্মসাৎ বা খেয়ানত আরেকটি কবীরা গুনাহ্ এবং হারাম কাজ। চাই সে বিশ্বাসঘাতকতা আল্লাহ্ তা'আলা এবং তদীয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথেই হোক অথবা ধর্মের সাথে। চাই সে খেয়ানত জাতীয় সম্পদেই হোক অথবা কারোর ব্যক্তিগত সম্পদে। চাই তা যুদ্ধলব্ধ সম্পদেই হোক অথবা সংগৃহীত যাকাতের মালে। চাই তা কারোর কথার আমানতেই হোক অথবা ইয্যতের আমানতে ইত্যাদি ইত্যাদি। তাই তো আল্লাহ্ তা'আলা ঈমানের দোহাই পূর্বক সকল ঈমানদারদেরকে এমন করতে বারণ করেছেন।[১৭]

মহাগ্রন্থ আল কোরআন এ আল্লাহ তা'আলা এই ব্যাপারে সতর্ক করেছেন, এবং আল্লাহর রসূল মুহাম্মদ সল্লল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই ব্যাপারে বিভিন্ন সময়ে মুসলিমদেরকে আমানতদার, নেককার হতে শিখিয়েছেন। এছাড়াও ধোঁকা দিতে, প্রতারণা করতে মিথ্যা কথা বলতে, মিথ্যা সাক্ষী দিতেও নিষেধ করেছেন।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

«يَآ أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا لَا تَخُوْنُوْا اللهَ وَالرَّسُوْلَ، وَتَخُوْنُوْا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ»

“হে ঈমানদারগণ! তোমরা জেনেশুনে আল্লাহ্ তা‘আলা ও তদীয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে বিশ্বাসঘাতকতা এবং তোমাদের পরস্পরের আমানত খেয়ানত করো না’’।[১৮]

আল্লাহ্ তা‘আলা আমানতে খেয়ানতকারীকে কখনোই ভালোবাসেন না। আল্লাহ্ তা‘আলা বলেন:

«وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ، إِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِيْنَ»

“তুমি কোন সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে বিশ্বাসঘাতকতার আশঙ্কা করলে তুমি তাদের সাথে কৃত চুক্তি তাদের মুখেই ছুঁড়ে মারো যেমনিভাবে তারাও তা তোমার সঙ্গে করছে। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা‘আলা খেয়ানতকারীদেরকে কখনোই ভালোবাসেন না’’। [১৯]

খেয়ানতকারীদের ষড়যন্ত্র কোনভাবেই সফলকাম হবে না।

আল্লাহ্ তা‘আলা বলেন:

«وَأَنَّ اللهَ لَا يَهْدِيْ كَيْدَ الْخَائِنِيْنَ»

“আর নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা‘আলা বিশ্বাসঘাতকদের ষড়যন্ত্র কখনোই সফল করেন না’’। [২০]

আনাস্ ও আবূ উমামাহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত তাঁরা বলেন: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন:

لَا إِيْمَانَ لِمَنْ لَا أَمَانَةَ لَه

”সে ব্যক্তির ঈমান নেই যার কোন আমানতদারি নেই’’। [২১]

এছাড়াও রসূল স: সে সমস্ত হাদীয়া নিতেও নিষেধ করেছেন, যেগুলো দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের বা কর্মচারীদেরকে হাদীয়া হিসেবে দেয়া হত।

আবূ 'হুমাইদ্ (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন:

اسْتَعْمَلَ رسُوْلُ اللهِ رَجُلًا عَلَى صَدَقَاتِ بَنِيْ سُلَيْمٍ يُدْعَى ابْنَ اللُّتْبِيَّةِ، فَلَمَّا جَاءَ حَاسَبَهُ، قَالَ: هَذَا مَالُكُمْ، وَهَذَا هَدِيَّةٌ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ : فَهَلاَّ جَلَسْتَ فِيْ بَيْتِ أَبِيْكَ وَأُمِّكَ حَتَّى تَأْتِيَكَ هَدِيَّتُكَ إِنْ كُنْتَ صَادِقًا، ثُمَّ خَطَبَنَا، فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ، فَإِنِّيْ أَسْتَعْمِلُ الرَّجُلَ مِنْكُمْ عَلَى الْعَمَلِ مِمَّا وَلاَّنِيَ اللهُ فَيَأْتِيْ فَيَقُوْلُ: هَذَا مَالُكُمْ وَهَذَا هَدِيَّةٌ أُهْدِيَتْ لِيْ، أَفَلَا جَلَسَ فِيْ بَيْتِ أَبِيْهِ وَأُمِّهِ حَتَّى تَأْتِيَهُ هَدِيَّتُهُ، وَاللهُ لَا يَأْخُذُ أَحَدٌ مِنْكُمْ شَيْئًا بِغَيْرِ حَقِّهِ إِلاَّ لَقِيَ اللهَ يَحْمِلُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

''রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জনৈক ব্যক্তিকে বনু সুলাইম গোত্রের সাদাকা উঠানোর জন্য দায়িত্ব দিয়ে পাঠালেন। যার নাম ছিলো ইবনুল্ লুত্বিয়্যাহ্। সে সাদাকা উঠিয়ে ফেরৎ আসলে তার হিসাব-কিতাব নেয়া হয়। তখন সে বললো: এগুলো আপনাদের তথা রাষ্ট্রীয় সম্পদ আর এগুলো আমাকে দেয়া হাদিয়া। অতঃপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন: তুমি কেন নিজ বাড়িতে বসে থাকোনি? তা হলে হাদিয়াগুলো তোমার কাছে এমনিতেই এসে যেতো। যদি তুমি এতোই সত্যবাদী হয়ে থাকো। অতঃপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুতবা দিলেন। খুতবায় আল্লাহ্ তা'আলার প্রশংসা করার পর বললেন: আমি তোমাদের কাউ কাউকে আমার প্রতিনিধিত্ব করার জন্য কোন দায়িত্ব দিয়ে পাঠাই। অতঃপর সে ফিরে এসে বলে: এগুলো আপনাদের তথা রাষ্ট্রীয় সম্পদ আর এগুলো আমাকে দেয়া হাদিয়া। সে কেন নিজ বাড়িতে বসে থাকেনি? তা হলে হাদিয়াগুলো তার কাছে এমনিতেই এসে যেতো। আল্লাহ্ তা'আলার কসম খেয়ে বলছি, তোমাদের কেউ কোন বস্তু অবৈধভাবে গ্রহণ করলে কিয়ামতের দিন সে তা বহন করেই আল্লাহ্ তা'আলার সাথে সাক্ষাৎ করবে। তা যাই হোক না কেন''।[২২]

উপরোক্ত হাদীস থেকে আমরা বুঝিতে পারি, সম্পদ যদি কোন পদের কারণে, দায়িত্বের কারণে এমনকি ক্ষমতার কারণে হয়, তবে হালাল হাদীয়া পর্যন্ত দায়িত্বশীল ব্যাক্তির জন্য বৈধ হবেনা।

আমানতের ব্যাপারে এবং বন্টনের ব্যাপারে হাদীসে এমন শক্ত ভাবে এসেছে যে, এগুলোর গুরুত্ব কোন ভাবেই কমিয়ে দেখার কোন অবকাশই নেই।

উদাহরণ স্বরুপ বন্টন সম্পর্কিত নিম্নোক্ত হাদীস -

বন্টনের পূর্বে যুদ্ধলব্ধ কোন সম্পদ আত্মসাৎ করা হলে তা কিয়ামতের দিন আত্মসাৎকারীর উপর আগুন হয়ে দাউ দাউ করে জ্বলতে থাকবে।

আবূ হুরাইরাহ্ (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন:

خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ يَوْمَ خَيْبَرَ، فَلَمْ نَغْنَمْ ذَهَبًا وَلَا فِضَّةً إِلاَّ الْأَمْوَالَ وَالثِّيَابَ وَالْمَتَاعَ، فَأَهْدَى رَجُلٌ مِنْ بَنِيْ الضُّبَيْبِ يُقَالُ لَهُ رِفَاعَةُ بْنُ زَيْدٍ لِرَسُوْلِ اللهِ غُلَامًا يُقَالُ لَهُ مِدْعَمٌ، فَوَجَّهَ رَسُوْلُ اللهِ إِلَى وَادِيْ الْقُرَى، حَتَّى إِذَا كَانَ بِوَادِيْ الْقُرَى بَيْنَمَا مِدْعَمٌ يَحُطُّ رَحْلًا لِرَسُوْلِ اللهِ إِذَا سَهْمٌ عَائِرٌ فَقَتَلَهُ، فَقَالَ النَّاسُ: هَنِيْئًا لَهُ الْجَنَّةُ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ : كَلاَّ، وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ، إِنَّ الشَّمْلَةَ الَّتِيْ أَخَذَهَا يَوْمَ خَيْبَرَ مِنَ الْمَغَانِمِ لَمْ تُصِبْهَا الْمَقَاسِمُ لَتَشْتَعِلُ عَلَيْهِ نَارًا.

‘‘একদা আমরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সঙ্গে খাইবার যুদ্ধে বের হলাম। সেখানে আমরা যুদ্ধলব্ধ সম্পদ হিসেবে কোন স্বর্ণ বা রূপা পাইনি। তবে পেয়েছিলাম কিছু অন্যান্য সম্পদ, কাপড়-চোপড় ও ঘরের আসবাবপত্র। ইতিমধ্যে বনুয্ যুবাইব্ গোত্রের রিফা‘আহ্ বিন্ যায়েদ নামক জনৈক ব্যক্তি মিদ্‘আম নামক একটি গোলাম রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে হাদিয়া দিলো। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্-ক্বুরা উপত্যকার দিকে রওয়ানা করে সেখানে পৌঁছুলে গোলামটি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উটের পিঠের আসনটি নিচে রাখছিলো এমতাবস্থায় একটি বিক্ষিপ্ত তীর তার গায়ে বিঁধে সে মারা গেলো। সকলে বলে উঠলো: গোলামটি কতইনা ধন্য; তার জন্য প্রস্ত্তত রয়েছে জান্নাত। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: না; তা কখনোই নয়। সে সত্তার কসম যাঁর হাতে আমার জীবন! খাইবারের যুদ্ধে বন্টনের পূর্বে যুদ্ধলব্ধ সম্পদ থেকে সে যে চাদরটি আত্মসাৎ করেছিলো তা আগুন হয়ে (কিয়ামতের দিন) তার উপর দাউ দাউ করে জ্বলবে। [২৩]

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমানতে খেয়ানত করলে মুনাফিকদের বৈশিষ্ট্য বলেছেন।

আব্দুল্লাহ্ বিন্ ‘আমর (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন:

أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيْهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا، وَمَنْ كَانَتْ فِيْهِ خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ كَانَتْ فِيْهِ خَصْلَةٌ مِنَ النِّفَاقِ حَتَّى يَدَعَهَا : إِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ.

‘‘চারটি চরিত্র কারোর মধ্যে পাওয়া গেলে সে খাঁটি মুনাফিক হিসেবেই বিবেচিত হবে। আর যার মধ্যে সেগুলোর একটি পাওয়া গেলো তার মধ্যে তো শুধু মুনাফিকীর একটি চরিত্রই পাওয়া গেলো যতক্ষণ না সে তা ছেড়ে দেয়। উক্ত চরিত্রগুলো হলো: যখন তার কাছে কোন কিছু আমানত রাখা হয় তখন সে তা খেয়ানত করে, যখন সে কোন কথা বলে তখন সে মিথ্যা বলে, যখন সে কারোর সাথে কোন চুক্তিতে আবদ্ধ হয় তখন সে তা ভঙ্গ করে এবং যখন সে কারোর সাথে ঝগড়া দেয় তখন সে অশ্লীল কথা বলে’’। [২৪]

যারা ধোঁকা দিবে, আখেরাতে তাদের জন্য কঠিন আজাব অপেক্ষা করছে। নবী করীম (সা.) ধোঁকা ও প্রতারক সম্পর্কে কঠোর বাক্য উচ্চারণ করেছেন। হজরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, ‘ধোঁকাবাজ ও প্রতারক জাহান্নামে যাবে।’ [২৫]

৬. শেষকথা

ইসলামে ধোঁকা ও প্রতারণার কোনো স্থান নেই। কোনো মুসলমান ধোঁকা দিতে পারে না। ধোঁকা মুনাফিকের স্বভাব।

আমরা যে সমাজে বাস করি সেখানে সর্বত্রই ভেজালের ছড়াছড়ি। ধোঁকা প্রতারণার জাল বিস্তার করছে সর্বত্র। কে কাকে ঠকাবে সে চিন্তায় ব্যস্ত সবাই। অথচ মুসলমানদের আদর্শ এটা নয়, আমাদের নবীজি (সা.)-এর আদর্শ এটা নয়।

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ـ رضى الله عنه ـ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ " لاَ يُلْدَغُ الْمُؤْمِنُ مِنْ جُحْرٍ وَاحِدٍ مَرَّتَيْنِ

আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ

যে, নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ প্রকৃত মু'মিন একই গর্ত থেকে দু'বার দংশিত হয় না। [২৬]

আমাদের সমাজকে যদি শান্তিময় ও সুখময় করতে হয়, তাহলে অবশ্যই আমাদেরকে ধোঁকা ও প্রতারণা ছাড়তে হবে এবং এ থেকে সতর্কও থাকতে হবে। আল্লাহ সবাইকে বোঝার ও আ’মল করার তওফিক দান করুন।

তথ্যসূত্র

[১] সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদিস নং ৪০৩৬

[২] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১০২

[৩] সূরা আন-নিসা, আয়াত: ২৯

[৪] মুসনাদে আহমদ, হাদীস নং ১৭২৬৫

[৫] https://bn.wikipedia.org/wiki/প্রযুক্তি

[৬] https://www.jugantor.com/todays-paper/city/400792/

[৭] https://www.bbc.com/bengali/news-56954483

[৮] https://www.jugantor.com/country-news/329724

[৯] https://www.dailyinqilab.com/article/378368/

[১০] https://www.dailynayadiganta.com/dhaka/706422/

[১১] https://www.banglanews24.com/national/news/bd/633046.details

[১২] https://www.kalerkantho.com/online/miscellaneous/2017/07/27/524578

[১৩]
https://www.prothomalo.com/technology/%E0%A6%AB%E0%A7%87%E0%A6%B8%E0%A6%AC%E0%A7%81%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A7%A7%E0%A7%A6-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%95-%E0%A6%A5%E0%A7%87%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A6%A7%E0%A6%BE%E0%A6%A8

[১৪]
https://dbcnews.tv/articles/%E0%A6%AB%E0%A7%87%E0%A6%B8%E0%A6%AC%E0%A7%81%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%AE%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AB%E0%A6%BE%E0%A6%81%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%A3%E0%A6%BE%E0%A6%87-%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%B6%E0%A6%BF

[১৫]
https://www.academia.edu/57055525/Psychological_effects_of_porn?from_sitemaps=true&version=2

[১৬] https://sarabangla.net/post/sb-532599/

[১৭] https://www.hadithbd.com/books/detail/?book=47&chapter=6715

[১৮] সূরা আনফাল : ২৭

[১৯] সূরা অনোফাল : ৬

[২০] সূরা ইউসূফ : ৫২

[২১] মুসনাদে আহমাদ ১২৩৮৩, ১২৫৬৭, ১৩১৯৯ বাযযার, হাদীস ১০০ ত্ববারানী/কবীর, হাদীস ৭৭৯৮

[২২] বুখারী ৬৯৭৯; মুসলিম ১৮৩২

[২৩] বুখারী ৬৭০৭, ৪২৩৪; মুসলিম ১১৫

[২৪] বুখারী ৩৪

[২৫] ইবনে হিব্বান ৬৪০৮

[২৬] [মুসলিম৫৩/১২, হাঃ ২৯৯৮, আহমাদ ৮৯৩৭] আধুনিক প্রকাশনী- ৫৬৯৩, ইসলামিক ফাউন্ডেশন- ৫৫৯০)

[২৭] https://youtu.be/2uvg62h8AGs